গাংনীতে ‘কৃষক অ্যাপস’ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সংগ্রহে প্রস্তুতি মুলক সভা

গাংনীতে অ্যাপস এর মাধ্যমে আমন ধান সংগ্রহে প্রস্তুতি মুলক সভা করেছে উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রস্তুুতি মুলক সভায় সভাপত্বি করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী। উপজেলা খাদ্য অফিসার মনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ লাভলী খাতুন,কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ,রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল,ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, কৃষক প্রতিনিধি ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

জানাগেছে, দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৭২টি উপজেলায় ‘কৃষক অ্যাপস’ এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবে সরকার। তার মধ্যে গাংনী উপজেলায় অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করে ধান,গম ও চাউল বিক্রি করতে পারবে সরকার। কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যশস্য সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে ন্যায্যমুল্য পেতে চালু করা হয়েছে ‘কৃষকের অ্যাপ’ অনলাইনে আবেদন করতে হলে এনআইড কার্ড, কৃষি থাকা বাধ্যতামুলক।

আজ থেকে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে কৃষক। তার পর লটারির মাধ্যমে কৃষকদের নির্বাচিত করা হবে। যারা লটারিতে নাম উঠবে সেই সকল কৃষকরাই শুধুমাত্র তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য বিক্রি করতে পারবেন।

কৃষকদের অনলাইনের বিস্তারিত জানতে ৩৩৩ নাম্বারে কল করলে বিস্তারিত সহায়তা পাওয়া যাবে। তবে কৃষকরা কিভাবে আবেদন করবেন,কিকি সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে

প্রশ্ন করা হলে তোপের মুখে পড়েন উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিাতরা বলেন, প্রস্তুতি মুলক সভা হয়েছে অপ্রস্তুতিতে। এতে কৃষকদের ভোগান্তি বাড়বে এবং অনেক কৃষক আবেদন থেকে বঞ্চিত হওয়ার শংকা রয়েছে বলেও জানান অতিথিবৃন্দরা।

গাংনী উপজেলা খাদ্য অীফস জানান, এবছর আমন ধানের মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১১২০ টাকা মন। লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০৭ মেঃটন। চাইলের মুল্য নির্ধারণ হয়েছে ১৬৮০ টাকা মন। লক্ষমাত্রা ১১৯ মেঃটন। সংগ্রহের সময় ১৭ নভেম্বর ২০২২ ইং তারিখ থেকে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ইং পর্যন্ত।

দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

এ সংকটের প্রভাব যেন বাংলাদেশের ওপর না পড়ে সে লক্ষেই সরকার কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এখন সুন্দর থেকে সুন্দরতম স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেটা শুধু মাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এই সরকারের উন্নয়ন মূলক উদ্যোগের কারণে। এই সাড়ে ১৩ বছরে বিদ্যালয় গুলোতে আমরা ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

গতকাল শনিবার দুপুরে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনা উদ্বোধনের শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষের জীবনমান ধরে রেখে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে চায় সরকার।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। তেলের দাম কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কাজ করছে সরকার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এরই মধ্যে সরকার করোনাকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার সব প্রতিকূলতা জয় করে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সিইও ডাক্তার হাসিব মাহমুদ,মেহেরপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: আক্তারুজ্জামান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনার উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।